আলমডাঙ্গায় জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রস্তুতমূলক সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক ও বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) আয়োজনের প্রস্তুতমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা সভা কক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রস্তুতমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডাঃ নাজনীন সুলতানা, আলমডাঙ্গা থানা এস আই আমিনুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, মিনাজ উদ্দিন, সোহানুর রহমান, হাসানুজ্জামান সরোয়ার, মুন্সি এমদাদুল হক, নজরুল ইসলাম, ইউপি সদস্য দোলন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক খন্দকার জিহাদ-ই-জুলফিকার টুটুল, আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ শামীম রেজা, সিদ্দিকীয়া আলিম মাদ্রাসার ক্রীড়া শিক্ষক মহসিন কামাল, ক্রীড়া সংগঠক শরিফুল ইসলাম, মিজানুল হক, সোহাগ আলী, মামুনুর রশিদ মন্ডল ও আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ। আগামী ১০ ই জুলাই আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিটিম মাঠে দুপুর ২:৩০ মিনিটের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক / বালিকা (অনূর্ধ্ব ১৭) উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরের মোনাখালী গ্রামে ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন উপলক্ষে আলোচনা সভা

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী গ্রামে এক বিরাট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন উপলক্ষে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মোনাখালী ফুটবল খেলার মাঠে।

মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ০১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান।

উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে অনন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দীন,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা মিঠু,উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মানিক,মোনাখালী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল খালেক। ইট ভাটা মালিক ফারুক হোসেন ও চপল, আবদার আলী, লাভলু,আহাসান উল্লাহ, মনসুর আলী রোকনুজ্জামান, সেলিম রেজা, চান্দ আলী, ফকিরসহ আরো অনেকে।

আলোচনা সভা থেকে খেলা পরিচালনা কমিটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে মোট ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করবে এবং প্রত্যেককেই নকআউট পর্ব হিসেবে খেলবে বলে নিশ্চিত করেছে খেলা পরিচালনা কমিটি।

ফাইনাল খেলায় বিজয়ী কে মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টের স্মরণকালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করবে বলে জানিয়েছে খেলা পরিচালনা কমিটি।

কোনো চাপ কি তোকে বাধ্য করেছে, তামিমকে প্রশ্ন মাশরাফির

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তামিম ইকবাল। আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে হতাশাজনক হারের পর আচমকা ব্যক্তিগত সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক। সেই সংবাদ সম্মেলনেই অশ্রুসিক্ত নয়নে ১৬ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ের ইতি টানেন তামিম। তামিমের এমন সিদ্ধান্তে হতবাক হয়েছেন অনেকেই। তবে সিরিজের মাঝপথে হুট করে কেনো এমন সিদ্ধান্ত নিলেন তামিম। কোনো চাপে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন কিনা তামিমকে এমন প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা।

আজ বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) দুপুর দেড়টায় চট্টগ্রামের হোটেল টাওয়ার ইনে সংবাদ সম্মেলনে তামিম তার অবসরের ঘোষণা দেন। নিজের ঘরের মাঠেই ক্যারিয়ারের ক্যারিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন বলে জানান চট্টলার বিখ্যাত খান পরিবারের সন্তান। তামিম বলেন, ‘আজ এই মুহূর্ত থেকে আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি।’

তামিমের অবসরের ঘোষণার পর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে মাশরাফি লিখেছেন, ‘তামিম, তোর সিদ্ধান্ত অবশ্যই একান্তই তোর। এটা কারও ভালো লাগলেও তোর, ভালো না লাগলেও তোর। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথাই হবে। তবে সবচেয়ে ভালো কোনটা, সেটা তুই ছাড়া কেউই ভালো বুঝবে না। তাই তোর এই সিদ্ধান্তকে আমি ব্যক্তিগতভাবে শতভাগ সম্মান জানাই। তবে কিছু কথা জানতে মন চায়, মাত্র ৩৪ বছর ১০৮ দিনেই বিদায় কেন! আসলেই কি চালিয়ে যেতে পারছিস না? না কি কোনো চাপ তোকে বাধ্য করেছে! তোর অনেক ভক্ত হয়তো খুঁজে ফিরবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর। আজ খুঁজবে, এমনকি ভবিষ্যতও আরও অনেকদিন খুঁজবে।’

তামিমকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে তিনি আরও লিখেন, ‘তোকে প্রথম দেখেছি চট্টগ্রামে তোদের বাসায়, হাফ প্যান্ট পরে খেলছিলি। তোর ভাই, আমার বন্ধু নাফিস ইকবাল তোকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরের বার দেখলাম জাতীয় লীগে ওপেন করতে, খুলনার মাঠে। তারপর ২০০৭

বিশ্বকাপ থেকে একসঙ্গে পথ চলতে চলতে তুই হয়ে গেলি বন্ধুর মতো। কত দিন কত রাত এক সঙ্গে সময় কাটিয়েছি, একসঙ্গে খেতে যাওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা, দুষ্টুমি, মজা, তর্ক, খেলা নিয়ে কত কত আলোচনা করেছি, সেসবের কোনও হদিস নেই।’

বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক আরও লিখেন, ‘যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলাম, তখন তুই ছিল আমার অন্যতম ‘স্নাইপার।’ সেটা তুই নিজেও খুব ভালো করেই জানিস। যেদিন দল থেকে বের হয়ে এলাম, সেদিন তুই আমাকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলি। পরে সারারাত একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছিলাম। যে কোনও সিরিজ বা সফরে তুই ছিলি আমার রুমে আড্ডার অবধারিত সঙ্গী। আরও কত শত স্মৃতি এখন মনে পড়ছে!’

তামিমের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে মাশরাফি লিখেন, ‘তোকে যতটুকু চিনি, তাতে তোর এই সিদ্ধান্তকে আমি অনায়াসে পোস্টমর্টেম করতে পারতাম। কিন্তু তা করব না, কারণ ওই যে, তোর নিজস্ব সিদ্ধান্তকে অবশ্যই সম্মান জানানো উচিত। তোর মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, সেই সঙ্গে এটাও বলছি যে, তুই বাংলাদেশের ক্রিকেটকে যা কিছু দিয়েছিস, তা আমরা আজীবন মনে রাখব। একজন তামিম হয়ে উঠতে কতটা পরিশ্রম, কতটা সময়, কতটা মেধা আর কত ত্যাগ থাকতে হয়, তা সময় সব কিছু বুঝিয়ে দেবে।’

সবশেষে তামিমকে শুভকামনা জানিয়ে মাশরাফি আরও লিখেন, ‘তোর প্রতি রইল অফুরন্ত ভালোবাসা। পরবর্তী জীবন পরিবার নিয়ে দারুণ কাটাবি, সেই আশাই করছি। আর একটা কথা, দলের ভেতর নানা পরিসংখ্যান নিয়ে বিশ্লেষণ নির্ভর আলোচনা এখন কে করবে, ঠিক জানি না। হয়তো কেউ করবে। তবে তুই এই জায়গায় সবসময়ই থাকবি সেরাদের সেরা। গুড বাই মি. তামিম ইকবাল খান। একজন কিংবদন্তির বিদায়। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য শুভ কামনা, এগিয়ে চলুক দুর্বার গতিতে। আমাদের এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়।’

সূত্র: ইত্তেফাক

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বাগোয়ান ইউনিয়ন চাম্পিয়ন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট -২০২৩ বালক(অনূর্ধ্ব -১৭) এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বুধবার বিকেলে দারিয়াপুর ফুটবল মাঠে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস। দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক আবুল হোসেন ও শামীম শিশিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মেহেদী রাসেল,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দীন, উপজেলা একাডেমীক সুপার ভাইজার হাসনাইন কবির, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিযাপুর ইউপি চেয়ারম্যান এএসএম মাহাবুব আলম রবি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আম্পায়ারের দ্বায়িত্ব পালন করেন মাহাবুবুল ইসলাম, লাল্টু ও আব্দুল কুদ্দুছ।

ফাইনাল খেলায় নির্ধারিত টাইমে ১/১ গোলে ড্র হলে ট্রাইবেকার অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাইবেকারে বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ ৪-২ গোলে মোনাখালী ইউনিয়নকে পরাজিত করে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলায় ম্যান অফ দা ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশের রাব্বি। সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হয়েছেন মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশের তামিম ।

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনের দাবিতে একাট্টা খেলোয়াড় ও সংগঠকরা

দীর্ঘদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ক্রীড়াঙ্গন সচল করতে মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনের দাবীতে একাট্টা হয়েছে বর্তমান-প্রাক্তন খেলোয়াড় ও সংগঠকরা।

বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্তরে এ দাবীতে অবস্থান কর্মসূচি ও জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক ও পায়রা স্পোর্টিং ক্লাবের চেয়ারম্যান এম এ এস ইমনের নেতৃত্বে কর্মসূচিতে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক রমজান আলী, মেহেরপুরের প্রাক্তন খেলোয়াড় এমদাদুল হক, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, মাসুদ করিম ধলস ক্রীড়া সংগঠক আসাদুজ্জামান লিটন, আন্তর্জাতিক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত মাশাল অর্ট হুসাইন কবীরসহ কর্মসূচিতে শতাধিক খেলোয়াড়, সংগঠক অংশ নেন। পরে তারা জেলা প্রশাসকের সাথে জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে বসেন। জেলা প্রশাসক আন্দোলনকারীদের নির্বাচেনর ব্যাপারে আশ^স্ত করেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে এমএএস ইমন বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন নেই। কেনো নেই, কি কারনে নির্বাচন নেই এ কথাটি আমরা সবাই জানি। নির্বাচনের এই আন্দোলন জেলাবাসির দীর্ঘদিনের। গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচন হবে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ

আবার খেলার মাঠে খেলার পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। তিনি প্রশ্ন করেন, খেলার মাঠ না পেলে নতুন প্রজন্ম খেলা করবে কিভাবে? আজকের এই প্রজন্ম কিভাবে বেড়ে উঠবে। খেলার সাথে ভালো মানুষ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

এমএএস ইমন বলেন, আজকের শিশুরা সকালে বই, বিকালে মোবাইল আর রাতে গুগলে ঢুকছে। এই প্রজন্ম অদ্ভুত একটা প্রজন্ম হিসেবে বেড়ে উঠছে। এই প্রজন্মের জন্য খেলাধুলা ও আনন্দ বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই। খেলাধুলা না থাকার কারনে এই প্রজন্মের মধ্যে কোনো শক্তি নেই, তারা বেড়ে উঠছে ব্রয়লার মুরগির মত।

তিনি বলেন, একটি কুচক্রি মহলের কালো থাবায় ক্রীড়া সংস্থা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। ওই স্বার্থনেস্বী মহল এটিকে অচল করে রেখেছে। খেলাধুলার আয়োজন না থাকায় জেলার যুব সমাজ আজ ধ্বংসের পথে। এই যুব সমাজকে বাঁচাতেই এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। আন্দোলনে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।
সাবেক ক্রীড়া শিক্ষক রমজান আলী বলেন, দীর্ঘদিন ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন না হওয়ায় খেলাধুলাও স্থবির হয়ে গেছে। দ্রুত নির্বাচন দিয়ে এই অচল অবস্থা কাটাতে হবে।

সাবেক ফুটবলার এমদাদুল হক বলেন, এডহক কমিটি নিয়ে ১১/১২ বছর চলছে মেহেরপুর ক্রীড়া সংস্থা। যে কমিটির মেয়াদ ছিলো ৩ মাস। আমাদের সন্তানরা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করবে ক্রীড়াঙ্গন বন্ধ থাকায় তারা আসক্তি হচ্ছে মোবাইলে।

মার্শাল আট হুসাইন কবির বলেন, নির্বাচন না হওয়ার কারণে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে যে মনে হয় ক্রীড়া সংস্থা মরে গেছে। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত মানুষকে দায়িত্ব দিয়ে ক্রীড়া সংস্থাকে সচল করার দাবী জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০০৮ সালে। পরে ২০১২ সালে আহবায়ক কমিটি গঠণ করা হয়। ২০২০ সালে ওই আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিবও মারা গেছেন। বর্তমানের তিন সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি দিয়ে অচলাবস্থায় ক্রীড়া সংস্থা।

চুয়াডাঙ্গায় গাড়াবাড়ীয়া ৮ স্টার সুপার লীগ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া ৮ স্টার সুপার লীগ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪ টায় গাড়াবাড়ীয়া বাগানপাড়ায় এর আয়োজন করে মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগ।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যুবলীগ নেতা জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘যুবকরাই হলো দেশের প্রাণশক্তি। যুবকদের বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ থেকে দূরে রাখতে এবং সুস্থ ক্রীড়াচর্চা প্রসারে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সফল রাষ্ট্রনায়ক দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই খেলাধুলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। যার ফলে ক্রিকেট—ফুটবলসহ সকল খেলায় অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে।’ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু,মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড মেম্বার জিল্লুর রহমান জিল্লু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন— যুবলীগ নেতা মাসুদুর রহমান মাসুম, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সামিউল শেখ সুইট, দিপু বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আলিম, সাধারণ সম্পাদক মিঠুন,জুয়েল, আরো উপস্থিত ছিলেন সুমন, লিফটন, সজল, আনোয়ার, ইমরা, মিলন, কবীর, সজিব, নাজমুল, সম্রাট, রাজন, সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন আলমগীর হোসেন, সোহাগ হোসেন, সজিব, রাজন, জেমস, রাজা, রতন,রবিন, আব্দুল্লাহ, আনারুল, বিপ্লব, শফিক আশেক, মিল্টন প্রমুখ।

কোটচাঁদপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরে আলম সিদ্দিকী ফুটবল টুর্নামেন্ট শুভ উদ্বোধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরে আলম সিদ্দিকী আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কোটচাঁদপুরের আয়োজনে পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ খেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়। খেলায় ৫ -০ গোলে জয়লাভ করেন বলুহর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ। জানা যায়, উদ্বোধনি খেলায় অংশ গ্রহণ করে সাফদারপুর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ ও বলুহর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশের মধ্যে।

খেলাটি শুরু হয় বিকাল ৫ টায় কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে।

খেলার প্রথমঅর্ধে তুমুল লড়াই হয় দুই দলের মধ্যে। প্রথম অর্ধে ২ গোলের দেখা পাই বলুহর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ ।

বিরতির পর দুই দল মাঠে নামেন আবারও মনোবল নিয়ে। লড়াইও করেন গোলের জন্য। দ্বিতীয় অর্ধেও ৩ গোলের দেখা পায় বলুহর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ । আর ওই ৩ গোল দিয়েই শেষ হয় খেলা। সেই সুবাদে ৫-০ গোলে জয়লাভ করেন বলুহর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে।

এ সময় বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, মডেল থানার অফিসার

ইনর্চাজ মঈন উদ্দিন, বীর মুক্তি যোদ্ধা সাবেক কমান্ডার তাজুল ইসলাম, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকার, কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অশিত বরণ পাল, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, বলুহর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, কুশান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ, দোড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস, পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান প্রমুখ। খেলাটি পরিচালনা করেন রুস্তম কবির,সহকারী পরিচালক ছিলেন মাহফুজ আহম্মেদ লিখন, কাজী সোহেল ও হামিদুর রহমান।

জীবননগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুর্ধ্ব ১৭ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

জীবননগরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ড কাপ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুর্ধ্ব ১৭এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সেমাবার বিকাল সাড়ে ৩টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ খেলার উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস

সালাম ঈশা, রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান তাহাজ্জাদ মিজা, হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবি বিশ্বাস, বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান প্রমুখ।

ভিসেল কোবেকে বিদায় জানাতে গিয়ে কাঁদলেন ইনিয়েস্তা

স্পেন জাতীয় দল বা ক্লাব বার্সেলোনাকে বিদায় জানানোর সময়ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা। তবে এতটা নয়, যতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন গত পরশু জাপানি ক্লাব ভিসেল কোবেকে বিদায় জানাতে গিয়ে! জাপানি ক্লাবটির হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলার পর সমর্থকদের বিদায় জানাতে গিয়ে কেঁদেই ফেলেন স্পেনের ২০১০ বিশ্বকাপ ও ২০০৮ ও ২০১২ ইউরোজয়ী মিডফিল্ডার।

বিদায়ের ঘোষণাটা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন ইনিয়েস্তা। ফলে ক্লাব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় তারকাকে বিদায় জানাতে ভিসেল কোবের সমর্থকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল স্টেডিয়ামে। ম্যাচের শুরু থেকেই করতালি আর স্লোগানের মাধ্যমে বিদায় নায়ককে অভিনন্দন জানাতে থাকেন দর্শক-সমর্থকরা। ভিসেল কোবের কোচ তাকাইওকি ইওশিদা শুরুর একাদশেই নামান ইনিয়েস্তাকে। তবে ৩৯ বছর বয়সী ইনিয়েস্তাকে পুরো ম্যাচ তিনি খেলাননি। ৫৭ মিনিটের সময় তুলে নেন।

মাঠ ছাড়ার সময় ইনিয়েস্তা দুই হাত নেড়ে বিদায় জানান জাপানিদের। গ্যালারির দর্শকেরাও আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বিদায়ী অভ্যর্থনা জানান তাকে। স্টেডিয়ামের পরিবেশ তখন এতটাই গম্ভীর হয়ে উঠেছিল যে, বার্সেলোনার সাবেক কিংবদন্তি নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। কান্নাভেজা কণ্ঠে শুধু একটুকুই বলেন, ‘শেষের দিকের কয়েকটা মাস আমার এবং আমার পরিবারের জন্য খুবই কঠিন ছিল। সবাইকে ধন্যবাদ।’

বয়স ৩৯ হয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছিলো, ভিসেল কোবের হয়ে বিদায় ম্যাচ খেলেই হয়তো নিজের খেলোয়াড়ী ক্যারিয়ারের ইতি টানতেন তিনি। কিন্তু না, ইনিয়েস্তা ভিসেল কোবে থেকে বিদায় নিলেও ক্যারিয়ারের

বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেননি। সেই সিদ্ধান্তের বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছেন ভবিষ্যতের জন্য, ‘মাঠ থেকেই বিদায় নেওয়া এবং ক্যারিয়ারের ইতি টানার ইচ্ছা ছিল। আশা করি, এই আবেগ নিয়েই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব আমি।’

সেই সিদ্ধান্তটা কী হবে? তিনি কি আরো কিছুদিন খেলে যেতে চান? খেলে যেতে চাইলে, সেটা কোন ক্লাবের হয়ে? ভিসেল কোবের ক্যারিয়ারের যতি টানলেও ইনিয়েস্তা নতুন কোনো ক্লাবের সঙ্গে এখনো চুক্তি করেননি। কোনো ক্লাবের সঙ্গে তার চুক্তির কথাবার্তা হচ্ছে বলেও শোনা যাচ্ছে না। ২০১৮ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে ভিসেল কোবেতে যোগ দেন তিনি। সেই থেকে দীর্ঘ পাঁচটি মৌসুম জাপানে কাটিয়ে দিলেন তিনি। এই সময়ে ক্লাবটির হয়ে ১৩৪টি ম্যাচ খেলেছেন, গোলও করেছেন ২৬টি। পাশাপাশি ভিসেল কোবেকে দুটি শিরোপাও জিতিয়েছেন।

দামুড়হুদার সুবুলপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

দামুড়হুদার সুবুলপুর গ্রামবাসীর উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকালে ভৈরব নদীর পাড়ে গ্রামবাসীর আয়োজনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠার তালে তালে বর্ণিল সাজে সজ্জিত নৌকা বাইচ দেখতে নদীর তীরে ভীড় জমায় হাজার হাজার নারী পুরুষ।

হাজার হাজার দর্শকের উপচে পড়া ভীড়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগীতায় ১০টা নৌকা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে দৌলত হোসেনের দলের নৌকা, দ্বিতীয় ডালিম হোসেন দলের নৌকা এবং তৃতীয় আব্দুল খালেকের দলের নৌকা। বাঘাডাঙ্গা-কাঞ্চনতলার মোড় থেকে প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কয়েক রাউন্ডে চলে এ বাইচ। এই

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে হাজার হাজার দর্শনার্থী ভৈরব নদীর পাড়ে এসে হাজির হন।

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল ইসলাম ফুরুই এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, সদাবরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার তছিম উদ্দিন,কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই ইমরান হোসেন, এএসআই মসলেম উদ্দিনসহ সাংবাদিকবৃন্দ ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম বলেন এমন উচ্ছাসপূর্ণ আয়োজনে অংশ নিয়ে খুশি এলাকাবাসী। কোন কিছু প্রাপ্তির আশায় নয়, দর্শকদের আনন্দ দিতেই বাইচে অংশ নিয়েছেন তারা। বাঙ্গালীর শত বছরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক নৌকা বাইচ আয়োজনে প্রয়াস অব্যাহত রাখার প্রত্যয় জানান তিনি।